ব্যক্তিক আচরণ
Individual Behavior

২

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ হলো ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভিন্নতা। ব্যক্তির আচরণ যেমন তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি সংগঠনও প্রভাবিত হয় তার আচরণ দ্বারা। মানুষ সংগঠনের নির্মাতা আবার মানুষই সংগঠনের মৌলিক উপাদান। সাংগঠনিক আচরণ বুঝতে হলে ব্যক্তির আচরণকে বুঝতে হবে। মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি এবং ব্যক্তিত্ব। আবার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয় তার জন্মগতি এবং পরিবেশ দ্বারা। আমাদের আকার-আকৃতি একরকম হলেও ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার কারণে আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন আচরণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা স্বাভাবিকভাবেই একটি জটিল প্রক্রিয়া। সুতরাং, মানুষের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অপরিহার্য। এ ইউনিটে আমরা ব্যক্তির আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: জীবনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলি
পাঠ - ২: ব্যক্তিত্ব

পাঠ ২.১ জীবনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলি
Biographical Characteristics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

আমরা যদি ব্যক্তিগত আচরণ সঠিকভাবে বুঝতে না পারি তবে দলগত আচরণ বা বৃহত্তর সাংগঠনিক আচরণ পূর্ণভাবে বুঝতে পারবোনা। ব্যক্তিক আচরণ কী কী উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা জানা আবশ্যক। মানুষের আকার-আকৃতি একই রকম হলেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার কারণে তাদের আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই সংগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যক্তির আচার-আচরণ কিভাবে গড়ে ওঠে কিংবা ব্যক্তিক আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মৌল উপাদানগুলো কী সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ব্যক্তি কেন ও কীভাবে আচরণ করে তা নির্ভর করে তার সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা বংশগতি নামে পরিচিত এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। ২য় পাঠে এ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারব। ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলি (Personal Characteristics) ও পারিপার্শ্বিক বস্তুজগত সম্পর্কে তার গড়ে ওঠা মনোভাব হচ্ছে তার লব্ধ জ্ঞান। এ পাঠে আমরা জেনে নিব ব্যক্তির আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন প্রকারের উপাদানগুলো সম্পর্কে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি
Inherited Characteristics

জন্মগত ভাবেই মানুষ কিছু শারীরিক ও মানসিক গুনাবলি পিতা-মাতা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ উপাদানগুলোকে আমরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে থাকি। যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুনাবলি মানুষ জন্মগত সূত্রে লাভ করে সেগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) বয়স (Age)ঃ মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে বয়:প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত কয়েক ধরণের মানসিক স্তর অতিক্রম করে। এর মূল কারণ মস্তিষ্কের আকার ও ধারণ ক্ষমতা। শিশুকালে তার স্নায়ুতন্ত্র খুব দূর্বল থাকে। যেকোন উদ্দীপক গ্রহণ করার ক্ষমতা যেমন কম থাকে ঠিক তেমনি পরিবেশের সাথে সাড়া দেবার ক্ষমতাও কম থাকে। সে যত বড় হতে থাকে ততই মানসিকতার ও বোধের উন্মেষ ঘটে। যখন সে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি সচেতন হতে শিখে তখন থেকে সে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। তখনই শুরু হয় তার সামাজিক চাহিদার। বয়স বাড়ার সাথে ব্যক্তির আচরণের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। বয়সের সাথে কর্মক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঘটে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বয়সের সাথে কর্মক্ষমতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় । শুধু কর্মক্ষমতাই নয়, বয়সের সাথে বুদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটে থাকে।

(খ) লিঙ্গগত উপাদান (Gender): শিশু পুরুষ হবে নাকি নারী হবে তা জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে ব্যক্তির আচরণে কী ধরনের ভিন্নতা থাকতে পারে তা গবেষণার বিষয়। তবে লিঙ্গগত কারণে নারীরা অধিক লাজুক, সংযমী ও দৈহিকভাবে কিছুটা দূর্বল হয়। এ কারণে সব ধরনের কাজ সমানভাবে করতে পারেনা। তবে এমন কোনো গবেষণালব্ধ ফলাফল পাওয়া যায়নি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল দেখা গিয়েছে। তবে যেসব কাজে শারীরিক শক্তি অন্যতম উপাদান

শুধুমাত্র সেসব কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার জন্য শিক্ষাই প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্যের কারণ হলো সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি ও পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব।

(গ) জাতি (Race): জাতিগত ভিন্নতার কারণে মানুষের গায়ের রং, চুল, নাক, চোখ, চামড়া, দৈহিক গঠন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আমরা সকলেই বংশগতভাবে কোনো না কোনো জাতিসত্ত্বার অন্তর্গত। মানুষের আচরণ জাতি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি একই দেশে অবস্থানরত দুই জাতির আচরণ দুই রকম হয়ে থাকে। জাতি একটি বংশগত উপাদান হলেও বর্তমান বিশ্বে শরীরবৃত্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলোর প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। অতীতের মত জাতিভেদে কর্মক্ষেত্রে তার প্রভাব অধুনা বিশ্বে ক্রমশই কমে আসছে।

(ঘ) বুদ্ধিমত্তা (Intelligence): বুদ্ধির সংজ্ঞা কী হবে তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, বুদ্ধি হলো অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই সকলের বুদ্ধিমত্তার মাত্রাও সমান নয়। ব্যক্তি কতখানি বুদ্ধিমান তা তার আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। ব্যক্তি কিভাবে নতুন পরিবেশের সাথে মোকাবিলা করে, তার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে, কীভাবে প্রাত্যহিক কিংবা হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো সমস্যা সমাধান করে তার ভিতর দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধির সাথে যেমন মস্তিষ্কের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি পরিবেশের সাথেও এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশের সাথে ফলপ্রসূভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধিমত্তা। এখানে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- পিতার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সাথে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের একটি সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অশিক্ষিত শ্রমিকের সন্তানের গড় বুদ্ধাংক (IQ) হলো ৯৫, অন্যদিকে পেশাজীবি লোকের সন্তানের গড় বুদ্ধাংক ১২৫।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি মানুষের বিচিত্র আচরণের জন্য যেমন প্রভাব বিস্তার করে ঠিক তেমনিভাবে সমাজ জীবন হতে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষের শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো (Learned Characteristics) হচ্ছে:

ক. ব্যক্তিত্ব (Personality)
খ. মনোভাব (Attitude)
গ. অভিপ্রায় (Motive)
ঘ. দক্ষতা (Skills)
ঙ. মূল্যবোধ (Values)
চ. প্রত্যক্ষণ (Perception)
ছ. পরিবেশ (Environment)

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ হলো ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভিন্নতা। ব্যক্তির আচরণ যেমন তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি সংগঠনও প্রভাবিত হয় তার আচরণ দ্বারা। ব্যক্তি কেন ও কীভাবে আচরণ করে তা নির্ভর করে তার সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা বংশগতি নামে পরিচিত এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। জন্মগত ভাবেই মানুষ কিছু শারীরিক ও মানসিক গুনাবলি পিতা-মাতা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ উপাদানগুলোকে আমরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে থাকি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষের বিচিত্র আচরণের জন্য যেমন প্রভাব বিস্তার করে ঠিক তেমনিভাবে সমাজ জীবন হতে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাও ব্যক্তির আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাঠ ২.২ ব্যক্তিত্ব
Personality

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ব্যক্তিত্ব কী বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের নির্ধারকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলো বলতে পারবেন।
- বিগ ফাইভ মডেল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

'ব্যক্তিত্ব' পদবাচ্যটির সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ নয়। ব্যক্তিত্ব মানুষের কতিপয় অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক উপাদানের সমাহারে সৃষ্ট। মানুষ মাত্রই ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যেখানে রয়েছে ব্যক্তির অস্তিত্ব, সেখানে ছায়ার মত বিদ্যমান ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির মধ্যেই ব্যক্তিত্বের অবস্থান। 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি নিরপেক্ষ। কারও ব্যক্তিত্ব যেমন মনমোহিনী হতে পারে, ঠিক তেমনি কারো কারো ব্যক্তিত্ব ঘৃনাব্যঞ্জকও হতে পারে। একজন ব্যক্তি যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, আরেকজন ব্যক্তিত্বহীন এর মানে হলো প্রথম ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু গুন রয়েছে যা তাকে অন্যদের নিকট মার্জিত ও গ্রহণযোগ্যরূপে প্রকাশ করছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে সেসব গুন নেই বলে তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারেনি। 'ব্যক্তিত্বহীন' কথাটি ব্যবহার করা হলেও আসলে লোকটির ব্যক্তিত্ব ঠিকই আছে কিন্তু তার সেই ব্যক্তিত্ব সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যক্তিত্ব কী?
What is Personality?

উপরের আলোচনা থেকে 'ব্যক্তিত্ব' সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আমরা পেয়েছি। আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে: ''Personality is what constitutes a person.'' ব্যক্তি যে পেশারই হোক তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অবস্থিতি বিদ্যমান। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে পৃথক সত্ত্বার অধিকারী। এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, কোন লোক কাজের জন্য উপযুক্ত তা নির্ণয় করা। আচরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নম্র ও বিনয়ী হয়; কেউবা হয় উগ্র, রুক্ষ ও প্রতাপশালী। কিছু লোক প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী হয় ও কাজ কর্মে প্রসন্ন থাকে। আবার অনেকে গম্ভীর, বিষণ্ন ও বেরসিক হয়। অনেকে কর্মঠ আবার অনেকে অলস ও ধীরগামী হয়; কেউবা নির্বোধ আবার কেউবা বুদ্ধিমান হয়। সুতরাং, ব্যক্তিত্বের ধরন মতে মানুষকে নানা শ্রেণিভুক্ত করা যায় এবং সেভাবে তাদেরকে পরিচালিত ও সংগঠিত করা যায়।

ব্যক্তিত্ব নির্ধারক
Personality Determinants

অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হচ্ছে বংশগতি অথবা পরিবেশের ফলাফল। তারা মনে করেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব জন্মের সময় পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে অথবা পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। আসলে এর কোনো সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভবনা। তবে বহু গবেষণা থেকে এটা বলা যায় যে, ব্যক্তিত্ব এ দুইটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিম্নে এ দুইটি নির্ধারক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

❍ বংশগতি (Heredity)

ব্যক্তির বংশগতির সূচনা হয় মাতৃগর্ভে। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। উত্তরাধিকার সূত্রে মা-বাবা এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলিকে বংশগতি বলে। বংশগতির কারণেই এক একজন মানুষ এক একরকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এ বংশগতির প্রভাবে মানুষের শারীরিক গঠন, কর্মশক্তি, চোখের রঙ, চুলের রঙ, মেজাজ ইত্যাদি প্রভাবিত হয়।

বংশগতিবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ব্যক্তি যে পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি তার বিকাশকে প্রভাবিত করবে। পরিবেশ বা শিখনের প্রভাব নেই বললেই চলে। কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) একটি পরীক্ষণ চালান ইংল্যান্ডের তিনটি বিখ্যাত পরিবারে। এসব পরিবারের এক হাজার বছরের বংশপঞ্জী পর্যালোচনা করে তিনি দেখেন যে, কয়েক পুরুষ ধরে এ তিন পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি ইংল্যান্ডের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। এ থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এর কারণ হলো বংশগতি।

❍ পরিবেশ (Environment)

পরিবেশ বলতে ব্যক্তির গণ্ডি বা পরিবেষ্টনীকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তাই হলো তার পরিবেশ। মনোবিজ্ঞানে পরিবেশ শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব উদ্দীপক ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে তার পরিবেশ। ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির বিকাশে জন্ম-পূর্ব পরিবেশ এবং জন্ম-উত্তর পরিবেশ দুটাই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম-পূর্ব পরিবেশ বলতে মায়ের খাদ্য, পুষ্টি, আবেগ, ঔষধ সেবন, রক্তের উপাদান ইত্যাদিকে বুঝায়। এগুলো গর্ভস্থ শিশুর বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। জন্ম-উত্তর পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বুঝায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো জলবায়ু, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি। অপরদিকে পরিবার, শিক্ষাঙ্গন বিভিন্ন সংগঠন সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এ সবকিছুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আচরণের বিকাশে তাৎপর্য ভূমিকা পালন করে। ক্যাটেল, ওয়াটসন, গর্ডন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা ছিলেন চরম পরিবেশবাদী। তারা মনে করেন ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারা বলেন, ব্যক্তির বংশগতি যাই হোক না কেন তাকে যদি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির কাংখিত বিকাশ সম্ভব।

ব্যক্তিত্বের লক্ষণ

Personality Traits

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এমন একটি ধারণা যা আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা বাইরে থেকে মানুষের বিভিন্ন আচরণ দেখে এদেরকে বিভিন্নভাবে নামকরণ করি। যেমন-সৎ মানুষ, বদমেজাজী, হাসি-খুশী, অলস ইত্যাদি নামকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিয়ে থাকি। মনোবিজ্ঞানীরা এ শব্দগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং পরিশেষে এ ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, এ শব্দগুলো ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। লক্ষণ হচ্ছে একটি আচরণের স্থায়ী দিক যা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সাধারণত একই রকম থাকে।

১৯৭০ সালে পল কস্তা ও রবার্ট ম্যাককেয়ার নামক দুইজন গবেষক আলাদাভাবে ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণা করেন যা বিগ ফাইভ মডেল (Big Five Model) নামে পরিচিত। তাঁরা দু'জনই এ ধারণায় উপনীত হন যে, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পাঁচটি মৌলিক ফ্যাক্টরের উপর গড়ে ওঠে:

১. Extraversion: আমরা আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ দেখি। একদল মানুষ আছে যারা সকলের সাথে কথা বলে, বন্ধুত্বসুলভ এবং সবার সাথে সম্পর্ক গড়তে পছন্দ করে। এরা Extroverts বা বহুমুখী বা বহিমুখী। বহিমুখী মানুষ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া পছন্দ করে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি নতুন ব্যক্তির সাথে কথা ও বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহী হয়। আশেপাশে মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র বাছাইকৃত কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের সাথে কথা বলতে খুব

আগ্রহী হয়না। এদেরকে Introverts বা অন্তর্মুখী ব্যক্তি বলা হয়। এ ধরনের মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে তারা নিজেরাই থাকে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এরা খুব একটা পছন্দ করেনা।

২. Agreeableness: এ ধরনের মানুষেরা অমায়িক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা অন্যদের তুলনায় আলাদা, সবাই তাদেরকে পছন্দ করে, কখন কখন তাদের মত হতে চায়। এরা নেতিবাচক চিন্তা তেমন করেন না, তারা বহিমুখী এবং পরিশ্রমী। এ ধরনের মানুষের উপর অন্যরা ভরসা করতে পারে। যে মানুষের মধ্যে এ উপাদানটি যত কম ততই এরা নিজেদের প্রয়োজনের কথা বেশি চিন্তা করে, অন্যদের প্রয়োজন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়না।

৩. Conscientiousness: এ ধরনের ব্যক্তিরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং পরিশ্রমী। এরা সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য স্থির করে যা উদ্দেশ্যপূর্ণ উপায়ে অর্জনে এগিয়ে যায়। এ ধরনের ব্যক্তিরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে এ উপাদানের মাত্রা যাদের মধ্যে কম তারা অধিক পরিমাণ লক্ষ্য নির্ধারণে আগ্রহী থাকে এবং বিভ্রান্ত থাকে।

৪. Neuroticism: মানসিক অবসাদ না থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে রাগ, জেদ, অপরাধবোধ, নিঃসঙ্গ অনুভব করেন অনেকেই। এটাও মানসিকতার একটা বিশেষ ধরন, যাকে বলা হয় Neuroticism। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত অন্যের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করে যখন তারা মনে করে অন্যেরা তার থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তারা বেশিরভাগ সময়ই বিরক্ত এবং হতাশাগ্রস্থ থাকে। সাধারণত এ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তারা প্রায়শই বিভিন্ন চাপ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়।

৫. Openness to Experience: এ ধরনের ব্যক্তিরা নতুন কিছু জানতে ও বুঝতে বেশ আগ্রহী থাকে। পরিবর্তন ও নতুনত্বের প্রতি থাকে এদের প্রবল ঝোঁক। তারা যেমনি কাল্পনিক তেমনি শিল্প সংবেদনশীল এবং বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকে। তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুনের পেছনে ছোটে।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তিত্ব মানুষের কতিপয় অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক উপাদানের সমাহারে সৃষ্ট। ব্যক্তিত্ব হলো ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপ যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার স্বাতন্ত্র্য ভাব। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে পৃথক সত্ত্বার অধিকারী। এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। বহু গবেষণা থেকে দেখা যায়, ব্যক্তিত্ব দুইটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়: বংশগতি এবং পরিবেশ। পল কস্তা ও রবার্ট ম্যাককেয়ার নামক দুইজন গবেষক আলাদাভাবে ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণা করেন যা বিগ ফাইভ মডেল নামে পরিচিত। তাঁরা দুজনই এ ধারণায় উপনীত হন যে, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পাঁচটি মৌলিক ফ্যাক্টরের উপর গড়ে ওঠে: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism এবং openness to experience।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যক্তি কেন ও কীভাবে আচরণ করে তা কিসের উপর নির্ভর করে? আলোচনা করুন।
২. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলিগুলো কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. জাতিগত ভিন্নতা কীভাবে ব্যক্তিত্বে প্রভাব বিস্তার করে? আপনার যুক্তির স্বপক্ষে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।
৪. 'বয়স' এবং 'বুদ্ধিমত্তা' - এ দুটি উপাদান কি ব্যক্তিত্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারে? কীভাবে? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।
৫. মানুষের শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৬. ব্যক্তিত্ব বলতে কী বুঝায়? সকল মানুষই কি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন? আলোচনা করুন।
৭. বংশগতি কী? বংশগতিবাদী ও পরিবেশবাদী মনোবিজ্ঞানীরা কোন বিষয়ের উপর একমত নন?
৮. "বংশগতি মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, পরিবেশ নয়" - আপনি একমত? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখান।
৯. ব্যক্তিত্বের নির্ধারকগুলো আলোচনা করুন।
১০. ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলো কী? পল কস্তা ও রবার্ট ম্যাককেয়ার-এর উদ্ভাবিত বিগ ফাইভ মডেলটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।